ছোটোগল্প
সমাহার

ছোটোগল্প সমাহার

মোশতাক আহমেদ সম্পাদিত

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৪২৭ মার্চ ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক
প্রচ্ছদ : আহমেদ করিম
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Chotogolpo Shomahar (Collection of Short Stories) Edited by **Mostaque Ahamed**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : March 2021

Price : 500.00
US $ 30

ISBN 978 984 95672 5 7

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.booklightbd.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৪০০৪০০৪০০
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

মনের ভাষা,
প্রাণের ভাষা,
বাংলা ভাষা।

ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় ধারা 'ছোটোগল্প'। একটি পূর্ণাঙ্গ ছোটোগল্পের মধ্যমে যত সহজে এবং স্বল্পসময়ে একটি বিষয়কে সমাজের সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব সাহিত্যের অন্য কোনো ধারার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। তবে ছোটোগল্প লেখা কিন্তু সহজ নয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি ছোটোগল্প রচনাকে অনেক কঠিন কাজ বলে মনে করি। অনেক চেষ্টার পর কয়েকটি লিখেছিলাম। তারপর ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, মনে হয়েছে, তুলনামূলকভাবে উপন্যাস লেখা অনেক সহজ। আর আজ ছোটোগল্পের সংকলন 'ছোটোগল্প সমাহার' সম্পাদনা করতে হচ্ছে, তাও আবার দুই বাংলার লেখকদের। এটা ধৃষ্টতাই বলতে হয়! কারণ সাহিত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান বড়োই নাজুক। আমি সাহিত্য পড়িনি, সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ জানাশোনাও নেই। যে বিষয়ে আমি বিজ্ঞ নই, সেই বিষয়ে সম্পাদনা করা যৌক্তিকও নয়। তারপরও করছি এ কারণে যে, প্রায়শই আমার কাছে অনেকে অনেক গল্প, উপন্যাস, কবিতা পাঠান পড়ে মন্তব্য করার জন্য। ব্যস্ততার জন্য সবগুলো পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে এটা সত্য, কিছু কিছু লেখা এত সুন্দর, মুগ্ধ করার মতো। রাজধানী কিংবা শহর থেকে অনেক দূরে থাকেন বলে অনেকে হয়তো সুযোগ পান না এই গল্প, কবিতা, উপন্যাসগুলো ছাপানোর, এক সময় নিরাশ হয়ে পড়েন। সুন্দর এই সাহিত্যগুলো হারিয়ে যাবে ভাবতেই বুকটা হুহু করে ওঠে। ভাবলাম, কিছু করা যায় কি না। কিন্তু সবার জন্য করা কঠিন, সব গল্প আলাদা আলাদা ছাপানোও দুঃসাধ্য। তখন সিদ্ধান্ত নিই, বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৬৪ জন লেখকের ছোটোগল্প নিয়ে বছরে একটি সংকলন করলে কেমন হয়? সাহস পাচ্ছিলাম না, কারণ সম্পাদনা অনেক কঠিন ব্যাপার। তবে সাদেক সরওয়ার আমাকে সাহস জোগাল। বলল, ভাইয়া, আমি সাহায্য করতে চাই। আরেকটা কাজ করলে ভালো হবে, পশ্চিমবঙ্গের ২৩ জেলাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। প্রথমে দ্বিধা থাকলেও পরে রাজি হয়ে যাই। কারণ সাদেক সরওয়ারের ওপর

আমার আস্থা ছিল। সে আগে দুই বাংলার কবিতা নিয়ে 'কবিতায় এপার-ওপার' নামে ছয়টি সংকলন বের করেছে। সাদেক সরওয়ার যেহেতু সাথে থাকবে, আমি অনুধাবন করলাম এগিয়ে যাওয়া যায়।

স্বপ্নপূরণে ছোটোগল্প সমাহার ফেসবুক পেজ আর গ্রুপ খোলা হলো। আহ্বান করা হলো লেখা। মাত্র দুমাসে দুই শতাধিক লেখা জমা হলো। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলো ৫২টি গল্প, ৪৫ জন বাংলাদেশ এবং ৭ জন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সত্যি কথা বলতে কী, নির্বাচিত প্রত্যেকটি ছোটোগল্পের রয়েছে স্বকীয়তা এবং বিশেষত্ব। কোনো কোনো গল্প এত সুন্দর যে হৃদয়ে দাগ কেটে যায়, আমি নিজেও অনেক সময় থমকে গিয়েছি।

সার্বিকভাবে একটা কথা বলব, যেভাবে এই সংকলন সম্পাদনা করা উচিত ছিল ঠিক সেভাবে সম্ভব হয়নি। কারণ প্রত্যেক গল্পকার নিজস্ব ধাঁচে গল্পগুলো লিখেছেন, এমনটাই হওয়া উচিত। আসলে দুই বাংলার বানানের ভিন্নতা, শব্দের উচ্চারণের ভিন্নতা, গ্রামবাংলা আর শহরের ভাষার মিশ্রণ, সাধু-চলিত আলাদাকরণ, সবকিছুকে একই কাতারে আনা সত্যি কঠিন। এজন্য প্রত্যেকটি গল্প পড়ার সময় ঐ গল্পের ধরনকেই মৌলিক ধরন বলে ধরে নিতে হবে। আর এটাও সত্য যে, অধিকাংশ গল্প সুন্দর হলেও শব্দ ও বাক্য গঠনে দুর্বলতা রয়ে গেছে কিছু গল্পে। যেহেতু গল্পকার হিসেবে অনেকে নবীন, তাদের গল্পের দুর্বল অংশের যতটুকু পরিবর্তন-পরিমার্জন না করলেই নয়, ততটুকু সম্পন্ন করে এবং সময় স্বল্পতার কারণে ওভাবেই ছাপার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সময়ের অভাবে পর্যাপ্ত বানান সমন্বয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি, বিষয়টা আমি নিজেও অনুধাবন করি। আশা করছি পরবর্তী সংখ্যায় এরূপ ত্রুটিগুলো দূর করা সম্ভব হবে।

বাংলা ভাষায় ছোটোগল্পের সংখ্যা কত, এরূপ কোনো পরিসংখ্যান আমি কোথাও পাইনি। সব গল্পও কারো পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। তাই গল্পের মৌলিকত্ব বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণই লেখকের ওপর নির্ভরশীল। আমরা বিশ্বাস করি, যাদের গল্প নির্বাচিত হয়েছে গল্পগুলো তাদের নিজেদেরই লেখা এবং মৌলিক। লেখার মৌলিকত্ব, কপিরাইট এবং গল্পবিষয়ক যে-কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, তর্কবিতর্ক কিংবা আলোচনা-সমালোচনার দায়িত্ব লেখককেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নিজস্ব সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা

ছোটোগল্প সমাহারকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে তুলবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ছোটোগল্প সমাহারের প্রথম সংকলনে যাদের গল্প নির্বাচিত হয়েছে তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা এবং অভিনন্দন। কোনো কোনো জেলা থেকে গল্প না পাওয়ায় অনেক স্বনামধন্য ও প্রখ্যাত লেখক ঐ জেলার প্রতিনিধিত্ব করে স্বেচ্ছায় গল্প দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন আমাদেরকে, বিশেষ কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি। গল্পের স্বল্পতা থাকায় সংকলনে আমার নিজের একটি গল্প থাকলেও ভবিষ্যতে আর থাকবে না। যাদের গল্প এবার নির্বাচিত হয়েছে, অনেকে জানতে চেয়েছেন ভবিষ্যতে তারা আবার গল্প দিতে পারবেন কি না ছোটোগল্প সমাহারে। অবশ্যই পারবেন, তবে নতুনদের অগ্রাধিকার দেওয়াটাই মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য সংকলনের শেষে পেশাদার গল্প লেখকদের জন্য 'গেস্ট অব অনার' বা এরকম কোনো একটি অধ্যায় সংযুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

ছোটোগল্প সমাহার প্রকাশের পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি সে হলো স্নেহের, ভালোবাসার সাদেক সরওয়ার। সাদেক সরওয়ার এমন একজন ব্যক্তি, যে মন থেকে সাহিত্যরচনা করে, সাহিত্যকে ভালোবাসে, সাহিত্যকে হৃদয়ে ধারণ ও লালন করে। ছোটোগল্প সমাহারের বাস্তব রূপদানে সে যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমানুষিক কষ্ট করেছে, তার জন্য তার প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা। যতদিন সাদেক সরওয়ার থাকবে, ততদিন ছোটোগল্প সমাহার প্রকাশ হবেই হবে, আমার বিশ্বাস।

চমৎকার একটি প্রচ্ছদ উপহার দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রচ্ছদশিল্পী আহমেদ করিম-এর প্রতি। প্রকাশক জনাব আফজাল হোসেন এবং অনিন্দ্য প্রকাশের প্রতি রইল অফুরন্ত ভালোবাসা। এছাড়া অন্য যারা সহায়তা করেছেন, গল্প পাঠিয়েছেন, যাদের গল্প নির্বাচিত হয়নি কিন্তু অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে তাদের-সহ শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা।

আশা করছি, দুই বাংলার সাহিত্যের মেলবন্ধন 'ছোটোগল্প সমাহার' উপভোগ্য হবে সকল পাঠকের কাছে এবং অতি দ্রুত আমরা পরবর্তী সংকলন প্রকাশ করতে সমর্থ হবে।

মোশতাক আহমেদ

সূচিপত্র

লেখকের নাম	জেলা	গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
অরুণ কুমার বিশ্বাস	গোপালগঞ্জ	সিঁদকাটি	১৩
অলোক আচার্য	পাবনা	মাকড়সা	২১
আকরাম হোসাইন তাহসিন	ময়মনসিংহ	ট্রেন ভ্রমণ	২৫
আখতার বানু শেফালি	টাঙ্গাইল	চোখ	৩০
আনজুম তুলি	হবিগঞ্জ	দুঃখের বিক্রেতা সুখের ক্রেতা	৩৭
আনিসা হেলেন	পিরোজপুর	ফ্ল্যাট 9C	৪১
আবছার আমিন জাহান	ফেনী	একাত্তরের দিনগুলি	৪৩
আব্দুর রাহমান পিয়াল	মাদারীপুর	কল্পকথা	৪৬
আমিন ইসলাম	নেত্রকোনা	জারজ	৫৪
আমিশা নূর (নিপু)	কক্সবাজার	নৈঃশব্দ্য	৫৯
আরেফিন রহমান বৃষ্টি	সাতক্ষীরা	অনুসন্ধানী	৬৬
আলো রহমান	নওগাঁ	রক্তে আমার বীরাঙ্গনা	৭১
আসিফ চৌধুরী	রংপুর	চোখের আলোয় দেখেছিলেম	৮০
আশফাহ্	খুলনা	লজিক	৮৬
ইউনুস আহমেদ	ঢাকা	আহ্বান	৯২
ঋভু চট্টোপাধ্যায়	পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	হাজার পায়ের মানুষ	৯৬
কাজী সাবরিনা তাবাসসুম	নোয়াখালী	জাপানি পুতুল	১০২
কিরণ ইসতিয়াক	ঝিনাইদহ	তোমার চোখে দেখেছি বৈশাখ	১০৬
জামিল হাসান নাঈম	রাজশাহী	নিয়তি	১১৫
জাহিদুল ইসলাম সবুজ	শেরপুর	অধ্যাপক	১২১
তানবীর আহমেদ	বরগুনা	বাড়ি	১২৩
তামান্না স্নিগ্ধা	চুয়াডাঙ্গা	একটি লাউ ও কিছু	১২৫

লেখকের নাম	জেলা	গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
		জমাটবাঁধা দীর্ঘশ্বাস	
নবনীতা প্রামানিক	দিনাজপুর	পথ হারানোর গান	১২৯
নাবিল হাসান	মৌলিভীবাজার	অমীমাংসিত	১৩৩
নিগার সুলতানা বিলতু	নরসিংদী	হয়তো তোমারই জন্য	১৩৮
নীলা হার□ন	সিলেট	পেলব হাতের নারী	১৪৪
নুজহাত ইসলাম নৌশিন	কিশোরগঞ্জ	হাওয়া বদল	১৫১
পিউ ভট্টাচার্য্য মুখার্জী	হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ	জড়ানো কথা	১৫৬
ফুয়াদ ফারহান	মুন্সীগঞ্জ	নীলক্ষেত থেকে খিলক্ষেত	১৫৮
বেবী ম□ল	বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ	আলোয় ফেরা	১৬০
মারইয়াম শারমিন	গাজীপুর	আগন্তুক	১৬২
মাসর□বা তাসনিম তনিমা	বান্দরবান	প্রেমিকের বিয়ে	১৬৮
মাসুম আবিদ	পটুয়াখালী	চোখদুটো আর বাঁধা মানে না	১৭১
মীর ইমতিয়াজ হিমেল	নীলফামারী	প্রত্যাবর্তন	১৭৫
মোশতাক আহমেদ	ফরিদপুর	ইতি	১৭৮
মোঃ তাওহীদ মাহমুদ	গাইবান্ধা	বৃক্ষ ও প্রেমিক	১৮৪
মোঃ মিনহাজুর রহমান	বাগেরহাট	সেই রাতে	১৮৭
মোঃ মুয়াজ্জাজুর রহমান মুয়াজ	সুনামগঞ্জ	পাড়ি	১৯০
মোঃ সোবহান বিশ্বাস	মাগুরা	প্রভাতি	১৯৬
মুহাম্মদ বরকত আলী	মেহেরপুর	একলা বাবা	২০১
মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ	প□ট	২০৯
মৌসুমী দেবঘোষ	পশ্চিম মেদীনিপুর, পশ্চিমবঙ্গ	অমূল্য ধন	২১৪
রব্বানী রবি	কুমিল্লা	গুহায় বন্দি উপহার	২২০
রিয়াজ রাজ	ঝালকাঠি	শিরোনাম	২২৫
রেজিনা কবীর	উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ	অঙ্ক	২২৭
শাহনেওয়াজ শাহিন	ঠাকুরগাঁও	শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের একাল-সেকাল	২৩১
শাহরিয়ার হাছান	লক্ষ্মীপুর	হান্টারের চোখ	২৩৩
শ্রীজিতা দাস	হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ	শুভারম্ভ	২৩৯
সাইদুর রহমান	শরীয়তপুর	এলাচির গল্প	২৪৩
সাদেক সরওয়ার	চট্টগ্রাম	সুখ	২৪৮
সুদেষ্ণা ব্যানার্জী	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	ক্রস	২৫১
হোসাইন আহমেদ	চাঁদপুর	ওরা কেন এমন ছিল?	২৫৪

সিঁদকাটি

অরুণ কুমার বিশ্বাস

খাঁবাড়ির উঠোনে বিরাট গণজমায়েত। জমায়েতের কারণ অবশ্য কোনো মহফেল বা আনন্দানুষ্ঠান নয়, খাঁ সাহেবের ঘরে ভয়ংকর এক চুরি হয়েছে, সিঁধেল চোর হানা দিয়েছিল এই বাড়িতে।

খাঁ সাহেবকে এ তল্লাটের সকলেই মোটামুটি চেনে। তার পুরো নাম খয়ের খাঁ, তবে তিনি পান-চুন কিচ্ছু খান না, খয়ের খাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। গ্রাম্য সালিশ হিসেবে তার খুব নামডাক। সেই কবে খয়ের খাঁ ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, তখনো এলাকার মানুষ চাষবাসের বাইরে কিছু ভাবতে পারত না। শহরে গিয়ে পড়ালেখার ব্যাপারটা ছিল স্রেফ বিলাসিতার মতো।

খাঁবাড়ির চুরির খবর চাউর হতে খুব একটা সময় লাগেনি। কথায় বলে, দুঃসংবাদ বাতাসের বেগে ধায়, ভালো খবর মানুষের কানে অত তাড়াতাড়ি পৌঁছায় না। তাছাড়া বাজে খবরে লোকের রুচি বেশি। আপদবিপদের সংবাদে লোকে যতটা ইন্টারেস্ট নেয় বা আমোদিত হয়, খুশ-খবরে আদতে ততটা হয় না।

চুরির খবর শুনে পুরো গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে খাঁবাড়ির উঠোনে। ছেলে-বুড়ো সকলে তো এসেছেই, এমনকি, গ্রামের ঝি-বউরাও বাদ যায়নি। খাঁবাড়ির চুরি বলে কথা, এটা তো কোনো মামুলি ঘটনা নয়। এই ঘটনায় শামিল হতে না পারলে বেঁচে থাকাটাই অনেকের কাছে অর্থহীন মনে হয়।

গাঁয়ের চেয়ারম্যান এলেন সপারিষদ, চৌকিদার-দফাদারও এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। মেম্বাররা কেউ বাদ যায়নি। দফাদার ছুটে এসে খাঁ সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। আমি থাকতে আপনার ঘরে চুরি! এ আমি জেবন থাকতে মানবার পারুম না হুজুর। তয়, কিচ্ছু ভাববেন না, আমি থানায় খবর পাঠাই দিছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আইব।

খয়ের খাঁ সাহেব মুখ চুন করে বসে আছেন। এ যেন ছিঁচকে চুরি নয়, তার ইজ্জতে হাত দিছে চোর ব্যাটা। তিনি ভাবতে পারেন না, আজকালকার দিনে

কেউ কারো ঘরে সিঁধ কাটে! আরে ব্যাটা করবি যদি ডাকাতি করতি, দেখতাম কেমন তোর বুকের পাটা। তা নয়, রাতের আঁধারে চামচিকার মতন ঘরের ডোয়ায় সিঁধকাঠি দিয়ে গর্ত খুঁড়লি!

এখানে বলে রাখা ভালো, খাঁ সাহেবের বড়ো ছেলে সদ্য বিয়ে করেছে। তার ছেলের বউ অবশ্য দূর গাঁওয়ের কেউ না, পাশের গ্রামের চেয়ারম্যান সাবের বেটি সে। নাম নীতু, ভারি সুন্দর দেখতে। যেমন ঢলঢলে চাঁদপানা মুখ, তেমনি তার শরীরের গড়ন! গায়ের রংটিও বেশ, এক একবারে দুধে আলতা। কিছুতেই তাকে চাঁপাবরণ বা শ্যামলা বলা যাবে না।

চুরির মাল নিয়ে খয়ের খাঁ কিছু ভাবছেন না, বরং নতুন বউয়ের কাছে তার মানইজ্জত বলে কিছু রইল না, এই ভেবেই তিনি মুখ চুন করে বসে আছেন। চোরটাকে হাতের কাছে পেলে তিনি ভোজালি দিয়ে এক পোঁচে পেটটা চিরে তারপর তার নাড়িভুঁড়ি সব বের করে আনতেন! কত্তবড়ো সাহস তার, সে কি না বিশিষ্ট সালিশ খয়ের খাঁর ঘরে সিঁধকাঠি দেয়!

খাঁ সাহেবের দুই ছেলে। বড়োটির নাম আলাল, আর ছোটোটি দুলাল। আলালের বউ নীতু কচি বয়সের মেয়ে, দুলাল তার সমবয়সিই হবে বোধহয়। নীতু আগে কখন চোরছ্যাঁচড় দেখেনি, তাই এই চুরি নিয়ে তার ব্যাপক কৌতূহল। তার সদ্যবিবাহিত স্বামীর ঘরে চুরি হওয়ায় সে যতটা-না দুঃখিত, তার চেয়ে বেশি বিস্মিত নীতু।

দুলালকে ইশারায় ডেকে সে সকৌতুকে বলল, বলো তো দেবর কাজটা কে করল?

তার আমি কী জানি! চোরের সাথে আমার দোস্তি আছিল নাকি! দুলাল ঠোঁট উলটে বলল।

তাও তো কথা বটে। মুচকি হাসে নীতু। চিঠি পাঠিয়ে তো চোর চুরি করতে আসবে না। বিয়ের আগে সে শুনেছে তার শ্বশুর খয়ের খাঁ লোকটা নাকি বেজায় কৃপণ। টাকাকড়ি থাকলেও সে তা খরচ করে না। কাপড় কাচা সাবান সে গায়ে মাখে। কথায় কথায় সালিশ বসানো তার একটা নেশার মতো। নিজেই নাকি জনে জনে কাজিয়া বাঁধায়, তারপর আবার নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করে। কাউকে সে মামলা করতে দেয় না। মামলা হলে তার দামটা আর রইল কোথায়!

খাঁ সাহেব যে হাড়কেপ্পন, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার লোকের অভাব, বস্তুত, এই গ্রামে নাই। সূর্য পুবদিকে ওঠে এটা যেমন সত্য, খয়ের খাঁ পরের জিনিস খাওয়া ছাড়া নিজে কখনো কিছু খরচ করবে না, এও তেমনি

ধ্রুবসত্যের পর্যায়েই পড়ে। তাই তার বাড়িতে চুরি হওয়ায় কেউ খুব একটা অখুশি নয়, মনে মনে তারা বরং পুলকিত হয়েছে।

দুলালের সঙ্গে নীতুর এই ফুসুরফাসুর গুজুরগুজুর আলালের চোখে পড়ে, এবং স্বামী হিসেবে কেসটা সে মোটে ভালো চোখে দেখে না। বরং তার মনে হয় বউটা তার খানিক ঢলানি স্বভাবের, যার-তার সঙ্গে ওপরপড়া হয়ে কথা বলে, হাসে, আবার সে ভ্রুভঙ্গিও করে। দুলাল অবশ্য তার আপন ভাই, সে খানিকটা মেনিমুখোও বটে। ওর পক্ষে নীতুর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কিছু...! উঁহু, সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অতটা সাহস দুলালের হবে না, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে এলেম থাকতে হয়। নীতু নেহাতই কাঁচা মেয়ে, ফ্রকের তলায় যৌবনরেখা এখনো তত পুরুষ্ট হয়নি। তাই বলে একবারে নির্ভারও বোধ করে না আলাল। সময় বদলেছে, মেয়েরা ইদানীং মুখ ফোটার আগেই অনেক কিছু করে ফলে, দিব্যি বুক ফুলিয়ে বসে থাকে।

ওদিকে খাঁবাড়ির অন্দরমহল থেকে সানাইয়ের পোঁয়ের মতো কেমন একটা চাপা শব্দ ভেসে আসে, নাকি সুরে কাঁদছে কেউ! কর্ণকটু চিরল সুরে কেউ যেন একটানা বিলাপ করে চলেছে। খাঁ সাহেবের বিবি সে, দ্বিতীয় পক্ষ। তার বয়স আলালের চেয়েও কম। উচ্চবংশ নয় যদিও, তবে দেখতে-শুনতে বেশ। খাঁ সাহেবকে সে সুখে রেখেছে, স্বামীকে সে একদম রাত জাগতে, থুক্কু, ঘুমোতে দেয় না। বরং খয়ের খাঁ নিজেই অনেক সময় কাহিল হয়ে পড়েন, দ্বিতীয় পক্ষের উছলানো জোয়ারের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হন। নিজের অপারগতায় কুণ্ঠিত বোধ করেন।

সে যাক, ওসব ঘরোয়া ব্যাপার। চুরির রকমসকম নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। ঘরের উত্তরদিকে সিঁধ কেটেছে চোরা। বেশ বড়োসড়ো গর্ত করেছিল। মাটির ডোয়া কেটে ভেতরে ঢুকতে গেলে গর্ত তো করতেই হবে।

তবে চোরে এতখানি মাটি না খুঁড়লেও পারত। একজন জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করে বসল, যেন সে আগে কখনো এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

তাতে আবার একজন 'ভেটো' দেয়। ক্রুদ্ধস্বরে বলে, উঁহুঁ! তুমি বললি তো হবি নানে। পেশাদার চোর ওরা। ওরা জানে কোথায় কট্টুক শাবল মারলে কতখানি মাটি খসি পড়বে। তয় আমি একখান কতা কই। খাঁ সাবের টাকাকড়ি তো কিছু কম নাই। ঘরখানা সে পোস্তা করে নিলেই পারতেন, ইট-বালু-খোয়া দিয়ে। চোর তাইলে শাবল চালাতি পারত না, শাবল মারলেই ওমনে ঠনাৎ করি উঠত।

কথায় বলে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। কথা কিছু মিছে নয়। খয়ের খাঁ

সাহেবের ঘরে চুরি হওয়ায় জানা গেল এই গাঁয়ে কত কত জ্ঞানী-বুদ্ধিমান মানুষ আছে। ছিঁচকে চুরির বিষয়ে তাদের মেলা জানাশোনা।

কোত্থেকে আবার একজন ছুটে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। কান্নার সুরে সুরে সে কিছু কথাও বলছে। 'ইডা কী হইয়া গেল হুজুর! কেমতে হইল! আপনের ঘরে চুরি! দুনিয়াত(অ) এ কী গজব পড়ল হুজুর!'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল তার নাম সুরেন। খয়ের খাঁর বাড়িতে এক সময় মাসমাইনের চুক্তিতে কাজ করত। খাঁ সাহেবের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতারও শেষ নাই। তাই তার ঘরে চুরি হওয়ায় সুরেনের চিমসানো বুকে কষ্টটা একটু বেশিই বাজল।

আবার কেউ কেউ উশখুশ করে। তাদের ধারণা, চুরি-ডাকাতি হোক বা বিয়ে, কেউ কারো বাড়িতে এলে তাদেরকে একটু আদর-আপ্যায়ন করাটাই দস্তুর। কিন্তু খাঁ সাহেবের ঘরে তেমন কোনো এন্তেজাম দেখা গেল না। সবার জন্য শাকভাত না হোক অন্তত দুটো মুড়ি-নারকোল আর একটু ইক্ষুগুড়ও তো হতে পারত।

বাড়ি বয়ে এসে এতগুলো লোক এক একবারে শুধু মুখে গেলে সেটা কি ভালো দেখায়! সুরেনের কানে কানে কেউ একজন কথাটা বলল। সুরেন এই বাড়ির পুরোনো মজুর, খাঁ সাহেবের কাছে তার একটা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

সুরেন বোকার মতন মুখ করে বলল, কিন্তু...!

কিন্তু কী, সুরেন? এইটুকুন কথা তুমি বলবার পারবা না! আমরা তো কেউ ভুঁড়িভোজ করতে চাই না, এট্টু নারকোল-মুড়ি! তাছাড়া বুঝতেই পারছ সুরেন, খবরটা শুনি দাঁতন কত্তি কত্তি ছুটি আসিছি। এখন যদি নাশতা না করি যাই তাহলি পরে...! কথা শেষ করে না বক্তা। সে জানে সব কথা সব সময় পুরো না করলেও চলে, তাতে শ্রোতার মর্ম অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হয় না।

ভয়ে ভয়ে ভেতরবাড়ি যায় সুরেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। খাঁ সাহেবকে বলবে, এমন বুকের পাটা তার নাই। শেষে আলালের বউ নীতুকে দেখে বলল, ওরা এট্টু নারকোল-মুড়ি খাবার চায়। সাথে যদি এট্টু আহই— গুড় (ইক্ষুগুড়) হয় তো তাইলে...!

তাতে হেসে ফেলে নীতু। হেসে হেসেই বলল, কেন বাছা, এখানে আবার খানাপিনার কী হলো! এক এক তো ঘরে চুরি হইছে, এর মধ্যে তোমরা আবার মুখ মিঠা করতে চাও ক্যান, কও তো! তোমাগো কি মোটে বিচারবিবেচনা নাই!

নীতুর ধাতানি খেয়ে চোরের মতো বেরিয়ে যায় সুরেন। যে বা যারা তাকে মুড়ির খোঁজে পাঠিয়েছিল, তারা ততক্ষণে হাওয়া। কোথাও আর তাদের টিকির

দেখা পাওয়া যায় না। সুরেন বুঝতে পারে কাজটা সে মোটে ভালো করেনি। চেয়ে খাওয়ার সময় এটা না। তাছাড়া খাঁ সাহেবের খাসলত তার অজানা নয়। তিনি ফাউ পেলে আর পকেটের টাকা খরচা করেন না। পানিতে পিপাসা মিটলে তিনি গাঁটের টাকা খরচা করে চা-ও কিনে খান না। বড়ো আজব মানুষ এই খয়ের খাঁ।

কিছুক্ষণ পর খাঁবাড়িতে রব ওঠে, পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে। থানা থেকে দারোগাসাব এসেছে। এই, তোরা সব সরি যা, সরি যা! গুয়েমাছির মতন অযথা ভিড় বাড়াস না।

তাতে আবার দুজনের মাঝে বাহাস তৈরি হয়। কী বললি তুই, আমরা গুয়েমাছি! তুই কী তাইলে, অ্যাঁ? তুই তাইলে হাগুখোলার পোক, কেন্নো!

এক কথা দুকথায় দুই পক্ষে তুমুল তক্কাতক্কি, তারপর তা হাতাহাতি মারামারি অবধি গড়ায়। এক পক্ষ কান কামড়ায়, অপর পক্ষ নাক ভাঙে। ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি নিয়ে কনস্টেবল ছুটে যায়। গোরুপেটা করে তবে তাদেরকে শান্ত করে।

দারোগাসাব তদন্তকাজে মন দেয়। ঘরের উত্তরে সেই গর্তে গিয়ে সে মুখ দেয়, নাক দেয়। নাকি সে কিছু খুঁজছে, চুরির আলামত। বেশ কিছুক্ষণ সিঁধকাঠি দেওয়া গর্তখানা নিরীক্ষণ করে শেষে দারোগা বলল, বুঝলেন খাঁ সাহেব, এ বড়ো সেয়ানা চোর, ভারি চালাক।

হুঁ! তা তো হবেই। সেয়ানা না হলে কি আর অন্যের ঘরের মালামাল নিজের মনে করে হাতিয়ে নিতে পারে! মুখে বললেন খয়ের খাঁ।

কিন্তু মনে মনে তিনি দারোগার চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করলেন। এ কেমন বেকুব লোক হে! বলে কি না চোর খুব সেয়ানা। চোর বোকা নাকি চালাক, বোবা নাকি লুলা— তা জেনে আমার কী লাভ! আমার চোর ধরা চাই। বমাল ধরা হোক তারে।